

# দানয়িলেরে বই - নম্বর চৌদ্দ

দানয়িলেরে দ্বিতীয় অধ্যায় - সারসংক্ষেপে ও উপসংহার প্রথম অংশ

Jeff Pippenger

2023-12-09

"প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে বাইবেলের সমস্ত গ্রন্থ মিলিত হয়ে পরসিমাপ্তি পায়। এখানে দানয়িলেরে গ্রন্থেরে পরিপূরক রয়েছে।" প্রেরিতদের কার্যাবলি, ৫৮৫।

যে সত্যটিকে যোহন "যীশু খ্রিস্টেরে প্রকাশিত বাক্য" বলে চিহ্নিত করছেন, যা যহুদা গোত্রেরে সিংহ ২০২৩ সালের জুলাই থেকে তাঁর লোকদেরে জন্ম সলি খুলে দিচ্ছেন, সেই সত্যটি পরিপূরণতা পায় যখন দানয়িলেরে গ্রন্থকে প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থেরে সঙ্গুগে একত্র করা হয়। দানয়িলেরে দ্বিতীয় অধ্যায়টি শেষে সময়েরে পশুর মূর্তির পরীক্ষার প্রক্ৰিপটে দ্বিতীয় স্বর্গদূতেরে বার্তাকে উপস্থাপন করে। এটি একটি পরীক্ষার প্রক্ৰিয়া এবং একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষার সময়কালকে চিহ্নিত করে।

দানয়িলে পুস্তকেরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত সময়কাল ও প্রক্ৰিয়া, যা দানয়িলেরে বন্দিত্বেরে সততর বছর দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, মিলিরাইট ইতিহাসে প্রোটোস্ট্যান্টদেরে পরীক্ষার সময়কে প্রতীকায়িত্ব করেছে। প্রোটোস্ট্যান্টরা তাদের সেই পরীক্ষা-প্রক্ৰিয়ায় ব্যর্থ হয়ে রোমেরে কন্যারা হয়ে উঠেছিল। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অর্থে, কন্যা তার মাতাকে প্রতীকায়িত্ব করে; আর রোম একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পশু। তাদের এই ব্যর্থতা এবং পরবর্তীতে রোমেরে কন্যায় রূপান্তরিত হওয়া আমাদের বর্তমান ইতিহাসে পশুর মূর্তির পরীক্ষাকে প্রতীকায়িত্ব করে, কারণ তারা পশুর মূর্তির রূপ ধারণ করেছে। অতএব, আমাদের বর্তমান পরীক্ষার প্রক্ৰিয়া দানয়িলেরে বন্দিত্বেরে সততর বছর দ্বারা যমেন প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, তমেনি মিলিরাইট আন্দোলনেরে সময় দ্বিতীয় স্বর্গদূতেরে বার্তার ইতিহাস দ্বারাও।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বের শুরু হওয়া দ্বিতীয় স্বর্গদূতেরে বার্তার ইতিহাসে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল ও পরীক্ষার প্রক্ৰিয়া রয়েছে, যা প্রতীকভাবে নবুখদনসেরেরে পশুসম্বলিত প্রতীমা-স্বপ্নেরে মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে; কারণ বাইবেলেরে ভবিষ্যদ্বাণীতে একটি রাজ্যকেও একটি পশু হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়। নবুখদনসের ও কাল্দীয় ধর্মীয় অভিজাতরা প্রতিনিধিত্ব করে তাদের, যারা পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়, আর দানয়িলে ও তনিজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধিত্ব করে তাদের, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। অন্যরকম মনে হতে পারে, কিন্তু দানয়িলে গ্রন্থেরে তৃতীয় অধ্যায়ে নবুখদনসেরেরে ব্যর্থতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরীক্ষার প্রক্ৰিয়ায়, যা দানয়িলে গ্রন্থেরে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় উভয়ই উপস্থাপিত হয়েছে, সেখানে নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মাইলফলক রয়েছে, যা সম্প্রতি প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে উপস্থাপিত সত্যগুলোর সঙ্গুগে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে, "দশ দিন" পরীক্ষাকালকে প্রতিনিধিত্ব করেছে, যার ফলে স্বর্গীয় আহার গ্রহণ করার কারণে দানয়িলেরে চহোরা আরও সুন্দর ও পুষ্ট হয়ে উঠেছিল, আর খোজাদেরে অন্য শ্রণে রাজার খাদ্য খাওয়া লোকদেরে মতোই রূপ প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে রাজা মানেরে একটি রাজ্য, এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবেই রাজা বা রাজ্য একটি পশুও বটে। যাদেরে চহোরা রাজার খাদ্যভোজনেরে ফল প্রকাশ পেয়েছিল, তারা পশুর প্রতীমূর্তি প্রকাশ করেছে।

দানয়িলে গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, নবুখদনজোরের মূর্তির স্বপ্নের গোপন 'রহস্য'টা বোঝার জন্য দানয়িলে প্রার্থনা করছিলেন। স্বপ্নটা কী ছিল এবং তার অর্থ কী—উভয়ই তাঁকে জানতে হতো। তিনি শেষে সময়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশিত বাক্যের মোহর খোলা-সংক্রান্ত রহস্যগুলো বোঝার চেষ্টা করছে; কারণ যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশিত বাক্যের মোহর খোলা হল সেই শেষে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক 'রহস্য', যা অনুগ্রহের সময় বন্ধ হওয়ার আগে উন্মোচিত হয়। দানয়িলেসহ সব নবীই শেষে সময়কে চিহ্নিত করছেন। 'রহস্য'টা বোঝার জন্য দানয়িলের প্রচেষ্টা ছিল জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন, যখন শেষে সময়ে ঈশ্বরের লোকদের জন্য 'পশুর মূর্তির' পরীক্ষা জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন।

"প্রভু আমাকে স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে অনুগ্রহের সময় শেষে হওয়ার আগে পশুর মূর্তি গঠিত হবে; কারণ এটি ঈশ্বরের লোকদের জন্য মহা পরীক্ষা হবে, যার দ্বারা তাদের চরিত্র পরিত্রাণিত হবে।" ম্যানুস্ক্রিপ্ট রলিজিসে, খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ১৫।

দানয়িলের প্রার্থনা, যখন তিনি 'রহস্য' বুঝতে চেয়েছিলেন, শেষে কালে ঈশ্বরের জনগণের ইতিহাসে একটি নির্দিষ্ট পথচিহ্নকে উপস্থাপন করে। দানয়িলের বই দুটি সাক্ষ্য প্রদান করে, যা শেষে কালে 'প্রার্থনা'র পথচিহ্ন প্রতীষ্ঠা করে। সেই পথচিহ্নটি প্রতীষ্ঠা সংস্কারের দ্বিতীয় বার্তা দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত সময়কালে অবস্থিত।

উভয় প্রার্থনার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রক্ষেপট হলো নিবাসনের সত্তর বছর, যা প্রতীকরূপে লেবীয় বধিান ছাব্বিশ অধ্যায়ের 'সাত বার'কে নির্দেশ করে। দানয়িলে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পদে, 'Nebuchadnezzar' নামটি দুইবার এসেছে; আর শাস্ত্রের কোনো শব্দে এ ধরনের পুনরুক্তি দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার প্রতীক।

সিস্টার হোয়াইটের লেখায় এমন বশে কয়েকটি উল্লেখ আছে যা ড্যানয়িলে বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়কে রবিবারের আইনের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করে। ড্যানয়িলে বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম স্বর্গদূতের বার্তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এবং আমাদের জানানো হয়েছে যে প্রথম ও দ্বিতীয় বার্তা ছাড়া তৃতীয় বার্তা (ড্যানয়িলে বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়) থাকতে পারে না।

পশুর মূর্তির পরীক্ষাকে এলেন হোয়াইট এমন এক পরীক্ষা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যা করুণার সময় বন্ধ হওয়ার আগে এবং মোহরিত হওয়ার আগেই আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে। দানয়িলে পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে যখন সংগীত বাজল, তখন প্রতীকীভাবে করুণার সময় বন্ধ হয়ে গলে; কারণ তৃতীয় অধ্যায়টি রবিবারের আইনকে প্রতিনিধিত্ব করে। প্রতীকী সত্তর বছর ধরে টাইরের বশ্যাকে ভুলে রাখা হয়েছিল; সেই সময়ের শেষে সে পৃথিবীর রাজাদের উদ্দেশ্যে যে সুর গাইতে শুরু করে, নবুখদনজোরের সংগীত সেই সুরেরই প্রতিনিধিত্ব করে।

সেই দিনে এমন হবে যে, টাইর সত্তর বছর ধরে ভুলে যাওয়া থাকবে, এক রাজার দিনে সংখ্যা অনুযায়ী; সত্তর বছর শেষে হলে টাইর এক বশ্যার মতো গান গাইবে। একটা বীণা ধর, শহরময় ঘুরে বড়োও, হে ভুলে যাওয়া বশ্যা; মধুর সুর তোলো, অনেকে গান গাও, যাত্রে তোমাকে স্মরণ করা হয়। আর সত্তর বছর পূর্ণ হওয়ার পর, প্রভু টাইরকে পরদর্শন করবেন, এবং সে তার উপার্জনে ফরি যাবে, এবং পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের সঙ্গে ব্যভিচার করবে। ইশাইয়া ২৩:১৫-১৭।

সিস্টার হোয়াইট তিনি স্বর্গদূতের বার্তাগুলিকে তিনি পরীক্ষা হিসেবে চিহ্নিত করেন।

"প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার আওতা বরদে সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যারা বরেষি গিয়েছিলেন, তাদের অনেকেই তৃতীয়টিকে—বিশ্বের কাছে দেওয়া হবে এমন শেষ পরীক্ষামূলক বার্তা—প্রত্যাখ্যান করছিলেন; এবং শেষে আহ্বান করা হলে অনুরূপ অবস্থান নেওয়া হবে।" Review and Herald, ৩১ অক্টোবর, ১৮৯৯.

বহু সাক্ষ্যের ভিত্তিতে, দানয়িলে পুস্তককে দ্বিতীয় অধ্যায়টি হিলো দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা। প্রথম স্বর্গদূতের ক্ষমতায়ন থেকে বাচার পর্যন্ত যে ইতিহাস, তা দানয়িলের বন্দদিশার সত্তর বছর দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দানয়িলের প্রার্থনার প্রক্ষেপটটটি এই সত্তর বছরের মধ্যই ঘটে, যা "সাত সময়"-এর প্রতীক।

নবম অধ্যায়ে প্রার্থনা সত্তর বছরে প্রতি সারসরি উল্লেখ দিয়ে শুরু হয়। উভয় প্রার্থনার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রক্ষেপট অভিন্ন। এগুলি একই প্রার্থনার ভিন্ন ভিন্ন দিককে উপস্থাপন করে, তবে দুটোই "সাত কাল"-এর একই প্রক্ষেপটে স্থাপতি, এবং উভয়ই শেষে দিনের এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজারের ইতিহাসে অবস্থিতি "প্রার্থনা" মাইলফলকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নবম অধ্যায়ে যখন দানয়িলে প্রার্থনা করলে, তখন তিনি বাবিলের রাজ্য থেকে মদীয় ও পারস্যের রাজ্যে এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক "পরবর্তনের সময়কাল"-এ অবস্থান করছেন। সেই পরবর্তনের সন্ধিক্ষণটি একটি মাইলফলকও, এবং এটি তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনের একই পরবর্তনের সন্ধিক্ষণের সঙ্গেও মিলে যায়, যখন ঈশ্বরের লোকেরা "লাওদকিয়ান" হিসেবে রাস্তায় মারা যায় এবং "ফলিডলেফিয়ান" হিসেবে কবর থেকে উঠে আসে। প্রথম স্বর্গদূতের আন্দোলনের পরবর্তনের সন্ধিক্ষণ দানয়িলের সেই সন্ধিক্ষণ এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনের সঙ্গে মিলে যায়, এবং এই তিনটিই লবীয় পুস্তককে ছাব্বিশি অধ্যায়ে "সাত গুণ"-এর সঙ্গে সারসরি যুক্ত। মলিরাইট আন্দোলনে ফলিডলেফিয়া থেকে লাওদকিয়ায় রূপান্তরটি ঘটে ১৮৫৬ সালে "সাত গুণ" বিষয়ে "নতুন আলো"-র আগমনের মধ্য দিয়ে, এবং ১৮৬৩ সালে "সাত গুণ" সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে। নবম অধ্যায়ে দানয়িলে, মলিরাইট সময়ের প্রথম স্বর্গদূতের আন্দোলন, এবং আমাদের সময়ের তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলন—তিনটিরই এমন এক পরবর্তনের সন্ধিক্ষণ রয়েছে যা পরস্পরের সঙ্গে মিলে যায়, এবং এই তিনটি সন্ধিক্ষণই "সাত গুণ"-এর প্রক্ষেপটে স্থাপতি।

পরীক্ষা-প্রক্রিয়ার ইতিহাসে দানয়িলে সেই দূতের প্রতিনিধিত্ব করলে, যার কাছে আলো অর্পিত হয় এবং যাকে তিনি প্রথমত তাঁর তিন সঙ্গীর সঙ্গে ভাগ করে নেন; এইভাবে তিনি 'এলিয়াহ'র ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ভূমিকার প্রতরূপ, যিনি 'অরণ্যে আহ্বানরত কণ্ঠস্বর'।

দানয়িলে গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে "রহস্য" জানায় যে বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর অষ্টম রাজ্যটি "সাতটিরই" রাজ্য থেকে উদ্ভূত। রাজ্যসমূহের বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর এটি যিহেতে প্রথম চিত্রায়ণ, তাই এটি প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের সত্তরোত্তম অধ্যায়ে পাওয়া রাজ্যসমূহের শেষে চিত্রায়ণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। পূর্ববর্তী "সাতটি" রাজ্যেরই ধারায় হওয়ায়, অষ্টম রাজ্যটি সেই রূপান্তরের সন্ধিক্ষণকে নির্দেশ করে যা ড্রাগন, পশু ও মথিয়া নবীর ত্রিমুখী সংযুক্ত হিসেবে আধুনিক বাবিলকে প্রতীষ্টি করে। নবুখদনসেরের মূর্তির স্বপ্ন শেষে পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের অষ্টম পার্থবি রাজ্যকে চিহ্নিত করছে।

বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে একটি রাজ্যকে পশু হিসেবে দেখানো হয়; তাই নবুখদনসেরের মূর্তির স্বপ্নে উপস্থাপিত সত্তরটি শেষে পশুর প্রতি প্রথম ইঙ্গিত—যেমনটি প্রকাশিত বাক্য সপ্তদশ অধ্যায়েও সনাক্ত করা হয়েছে। অতএব, নবুখদনসেরের স্বপ্ন শেষে পর্যন্ত

অষ্টম ও শেষে পশুর মূর্তির স্বপ্ন। এটি "পশুর মূর্তি"র স্বপ্ন।

এটি নিজিহে তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনে সংঘটিত রূপান্তরের সেই সংযোগবিন্দুক স্বেীকার করার গুরুত্বের নশিচতিকরণ; কনিতু "গোপন"টিও এমন এক চাবকিঠা, যা ২০২০ সালের ১৮ জুলাইয়ের পরবর্তী ইতহাস নযি়ে পূর্ববর্তী নবিন্ধগুলো য়ে বশিযগুলো চহিনতি করে আসছিল, তাদরে অনকেটকি়ে একত্রতি করে এবং প্রতযিঠতি করে। ঐ নবিন্ধগুলোতে উপস্থাপতি হযছে য়ে দানযিলেরে সততর বছরে বন্দতিব দ্বারা প্রতনিধতিব করা প্রতটি পবতিব সংস্কার আন্দোলনের চারটি মাইলফলক সর্বদা একই থমি ধারণ করে।

খ্রিস্টিরে সমযে সেই চারটি পথচহিন "মৃতযু ও পুনরুত্থান"-এর প্রকেষাপটে স্থাপতি ছিলি। প্রথম পথচহিনটি, যা প্রথম বার্তার ক্ষমতায়নকে প্রতনিধতিব করছিল, ছিল খ্রিস্টিরে বাপ্তসিম, যা মৃতযু ও পুনরুত্থানের প্রতীক। দ্বিতীয় পথচহিনটি, যা সেই ইতহাসে প্রথম হতশাকে প্রতনিধতিব করে, ছিল লাজারুসরে মৃতযু ও পুনরুত্থান। তৃতীয় পথচহিন ছিল যরেশালমে বজিযোল্লাসপূরণ প্রবশে, যা "মধ্যরাতররি আহ্বান"কে প্রতনিধতিব করে। খ্রিস্টি চলছিলনে তাঁর মৃতযু ও পুনরুত্থানের দকি়ে, আর মৃতযু ও পুনরুত্থানের জীবনত প্রতনিধিলাজারুস শোভাযাত্রাটির নতেত্ব দযিছিলনে। লাজারুস আরও প্রতযিঠা করে য়ে "মধ্যরাতররি আহ্বান" ঘোষণার সময় ঈশ্বররে লোকরো "মোহরতি" হয।

এই সর্বোচ্চ অলোককি ঘটনা, লাজারুসকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবতি করা, ছিল তাঁর কর্মরে উপর এবং তাঁর ঈশ্বরত্বরে দাবরি উপর ঈশ্বররে সীলমোহর স্থাপন করার জন্য। *The Desire of Ages*, 529.

বচাররে চতুরথ মাইলফলক ছিল ক্রুশ, যা একই সঙ্গে মৃতযু ও পুনরুত্থান ছিলি। ওই চারটি মাইলফলকরে সমযকাল দানযিলেরে সততর বছরে বন্দতিব দ্বারা প্রতীকায়তি হযছে।

মলিরাইট ইতহাসে প্রধান বশিয ছিল "এক দনি এক বছর" নীতি, এবং ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট ছিল সেই নীতির নশিচতিকরণ। প্রথম হতশা ছিল এক দনি এক বছর নীতির ভুল প্রযোগরে ফলাফল। মধ্যরাতররি আহ্বান ছিল দুই হাজার তনিশো বছরে ভবশিযদ্বাণী ও দুই হাজার পাঁচশো কুড়ি বছরে ভবশিযদ্বাণীর সঙ্গে সম্পর্কতিভাবে এক দনি এক বছর নীতির পরপূরণতা, এবং এরপর ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর ওই এক দনি এক বছর নীতিভিতিকি ভবশিযদ্বাণীগুলি পূরণ হলে তদন্তমূলক বচার শুরু হয। মলিরাইট ইতহাসরে সব চারটি মাইলফলকরে প্রধান বশিয ছিল "এক দনি এক বছর" নীতি। সেই চারটি মাইলফলকরে সমযকাল দানযিলেরে সততর বছরে বন্দতিব দ্বারা প্রতনিধতিব করা হযছে।

রাজা দাউদরে সমযে 'ঈশ্বররে সনিন্দুক'ই ছিল প্রধান বশিয। যখন দাউদ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলনে, তখন তনি সনিন্দুকটি দাউদরে নগরে আনার সংকল্প করলনে।

আর দাউদ এগযি়ে চললনে এবং ক্রমে ক্রমে শক্তশালী হলনে; সনোবাহনীর প্রভু ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলনে। ২ শমূযলে ৫:১০

প্রথম হতশা ঘটছিলি, যখন উজ্জা সনিন্দুক স্পর্শ করে পাপ করছিলি। তৃতীয় মাইলফলক ছিল যখন দাউদ বুঝলনে য়ে প্রভু গথীয় ওবদে-এদোমরে গৃহকে আশীর্বাদ করছনে, যখননে উজ্জার বদিরোহরে পর থেকে সনিন্দুকটি রাখা ছিলি। তারপর দাউদ গযি়ে সনিন্দুকটি নিযি়ে এলনে যরিশালমে তাঁর বজিযী প্রবশেরে জন্য (কনিতু তাঁর স্ত্রী দাউদরে এই প্রবশেকে কনেদ্র করে অযথা ক্রোধ ও 'হতশা' প্রকাশ করলনে)। সনিন্দুকটি সেই চারটি মাইলফলকরে প্রতটিকি়ে প্রতনিধতিব করে। সেই চারটি মাইলফলকরে সমযকালকে দানযিলেরে সততর

বছরের বন্দীদশা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, 'তৃতীয় হায'-এর ইসলামকে মুক্ত করা হয়েছিল, এবং পরে তা সংযত করা হয়েছিল। ২০২০ সালের ১৮ জুলাই ইসলামে ভূমিকা সম্পর্কে করা একটি ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল। মৃত শূকনো হাড়গুলোকে জীবিত করে যে বারতা, তা 'চার বাতাস' থেকে আসে; 'চার বাতাস' ইসলামের প্রতীক এবং 'মডিলাইট ক্রাই' বারতাকে প্রতিনিধিত্ব করে। যুক্তরাষ্ট্রে রববারের আইনের মাধ্যমে সংঘটিত জাতীয় ধর্মত্যাগের পর যে জাতীয় ধ্বংস আসে, তা 'তৃতীয় হায'-এর ইসলাম ঘটায়। ওই চারটি মাইলফলকের সময়কাল দানযিলের সত্তর বছরের বন্দীদশা দ্বারা প্রতীকায়িত্ব হয়েছে।

প্রথম স্বর্গদূতের আন্দোলন তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং মলারীয় ইতিহাসে মডিলাইট ক্রাই বারতাটি ছিল সেই ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীর সংশোধন, যা প্রথম হতাশা সৃষ্টি করেছিল।

"হতাশ ব্যক্তির শাস্ত্র থেকে দেখে যে তারা প্রতীক্সার কাল ছিল, এবং তাদের ধর্মসহকারে দর্শনের পরপূর্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। যে একই প্রমাণ তাদের ১৮৪৩ সালে তাদের প্রভুকে খুঁজতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, সেই একই প্রমাণ তাদের ১৮৪৪ সালে তাঁর প্রত্যাশা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।" Early Writings, 247.

ন্যাশভিলের ওপর ইসলামী হামলার যে প্রমাণ, সেই একই প্রমাণই রববারের উপাসনা বলবৎ করার প্রতীক্সায় ঘটতে যাওয়া ন্যাশভিলের ওপর হামলারও প্রমাণ। ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মার লেখোগুলি কখনো ব্যর্থ হয় না। ন্যাশভিলের ওপর এক হামলার ভবিষ্যদ্বাণী ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মার লেখায় উপস্থাপিত হয়েছে। ন্যাশভিল-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ হবে, কিন্তু ন্যাশভিলের ওপর হামলার ভবিষ্যদ্বাণীটি, মলারাইট ইতিহাসে যেমনটি ঘটছিল, পূর্বে ব্যর্থ হওয়া ভবিষ্যদ্বাণীর সংশোধনের ওপর ভিত্তি করে হবে। এটি চতুর্থ পথচিনে পূরণ হবে, যা 'বচার'কে প্রতিনিধিত্ব করে।

যশু সবসময় শুরুর মাধ্যমে শেষকে ব্যাখ্যা করেন, এবং ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের প্রথম মাইলফলক ছিল একটি ইসলামী আক্রমণ; তাই সানডে আইনের বচারের সময় ন্যাশভিলে একটি ইসলামী আক্রমণ হবে। এতে অন্য লক্ষ্যবস্তুও যুক্ত থাকতে পারে, কিন্তু মডিলাইট ক্রাই-এর বারতা সেই বারতা, যা প্রথম হতাশা সৃষ্টি করা বারতার সংশোধন। প্রথম হতাশার কারণ ছিল ভবিষ্যদ্বাণীতে সময়ের উপাদান প্রয়োগ করার পাপ, এলনে হোয়াইটের কথার জন্য নয়।

এটা উপলব্ধিকরা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রথম বারতার "ক্ষমতায়ন" থেকে শুরু হওয়া চারটি মাইলফলক—যা দানযিলের গ্রন্থে প্রতীকী সত্তর বছরের শুরুতে ঘটে—সবসময় একই থমি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে। আপন যদি ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-কে ভবিষ্যদ্বাণীর পরপূর্তি হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন, তবে আপন ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে "লুকানো বই" খেয়ে নিচ্ছেন। বাস্তবে খুব অল্পই মানুষ সেই সত্যটি গ্রহণ করেছিল, তবে কিছুজন ছিল, দানযিলে যাদের প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা হৃদয়ে স্থখি করেছিল যে তারা বাবলীয় আহারে নিজদের অপবিত্র করবে না। তবুও এমন লোক আছেন যারা দাবি করেন যে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ ছিল ভবিষ্যদ্বাণীর পরপূর্তি, কিন্তু তারা যুক্তদিনে যে সটে ইসলাম নয়, বরং বুশ পরবার, বা গ্লোবালসিটরা, বা জেসুইটরা, বা সআইএ, অথবা আধুনিক ষড়যন্ত্র তত্ত্ববিদদের প্রায়শই ব্যবহৃত সেই পরচিতি চরিত্রগুলোর কোনো সমন্বয় ছিল। আলফা ও ওমগো হিসেবে যশু শুরুর দ্বারা শেষকে তুলে ধরেন; সুতরাং ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে কী

উপস্থাপতি হয়েছিল সে বিষয়ে আমরা যদাভিল হই, তবে আমরা "সত্য"র ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্যকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার আমাদের ক্ষমতাকেই ধ্বংস করছি।

মলিরাইট ইতিহাসে প্রথম বার্তার 'ক্ষমতায়ন' ছিল দ্বিতীয় হায়েরে ইসলাম, এবং সেই ক্ষমতায়নটি ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ তৃতীয় হায়েরে ইসলামের মাধ্যমে সংঘটিত ক্ষমতায়নের পূর্বচক্র ছিল।

প্রথম পথচহিনে ইসলামের উপস্থিতি, শেষে পথচহিনে ইসলামকে চহিনতি করে। শেষে পথচহিনে বচিরকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং রববারের আইনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের বচির হয়। ইজকেয়িলের সাততরশিতম অধ্যায়ে দ্বিতীয় বার্তাটি মৃতদের জীবিত করে তোল, এবং সেই বার্তাই তৃতীয় পথচহিনের বার্তা, যা হলো মধ্যরাত্রির আহ্বান। এটি সীলমোহরের বার্তা, যা প্রতীকায়িত হয়ে খ্রিস্টের বজ্রীয় প্রবশে, যখন তিনি "গাধা"য় আরোহণ করেছিলেন; "গাধা" ইসলামের প্রতীক। মধ্যরাত্রির আহ্বানের সীলমোহরের বার্তা ইসলামই বহন করে।

তোমরা সযি়োনের কন্যাকে বলা: দেখো, তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন, নম্র, এবং গাধার উপর বসে, এবং গাধার ছানার উপর বসে। মথি ২১:৫।

ইজকেয়িলের দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী 'চার বাতাস' থেকে আসে, যা ইসলামেরও একটি প্রতীক। এই সত্যটি সম্প্রক স্পষ্ট হওয়া একবোর অপরিহার্য, কারণ 'মধ্যরাত্রে আহ্বান' নামের বার্তাটি হলো তৃতীয় 'হায়ে'-এর প্রকেষতি ইসলামকে শনাক্ত করার বার্তা—যে শক্তি রববারের আইনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের ওপর বচির নিয়ে আসে এবং ওই আদেশের পর যে জাতীয় ধ্বংস আসে, তা ডেকে আনে।

প্রকাশিত বাক্যের সাতটি তুরী ছিল পৌত্তলকি রোম ও পোপতান্ত্রিকি রোম উভয়ের দ্বারা রববারের উপাসনাকে বাধ্যতামূলক করার ওপর ঈশ্বরের বচিরসমূহ।

1. কনস্টান্টিনি ৩২১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম রববার আইন কার্যকর করার পর পৌত্তলকি রোমের বিরুদ্ধে প্রথম চারটি তুরী আনা হয়েছিল।
2. পঞ্চম ও ষষ্ঠ তুরী (যা একই সঙ্গে ইসলামের প্রথম ও দ্বিতীয় বপিদ) ছিল পোপীয় রোমের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বচির; খ্রিস্টাব্দ ৫৩৮ সালে অরলয়োর পরষিদে প্রণীত পোপীয় রববারের আইনটির জন্ম।
3. সপ্তম তুরী (যা ইসলামের তৃতীয় বপিদ) হলো সেই বচির, যা নকিট ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের রববারের উপাসনা বাধ্যতামূলক করলে যুক্তরাষ্ট্রের উপর নমে আসবে।

তৃতীয় 'হায়ে'-এর ইসলাম ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরকে প্রথম মাইলফলক হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে। ২০২০ সালের ১৮ জুলাই ইসলামের ন্যাশভলে আক্রমণ সম্প্রকতি যে ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়েছিল, তা প্রথম হতাশা—দ্বিতীয় মাইলফলক—কে প্রতিনিধিত্ব করে। ইজকেয়িলে পুস্তককে ৩৭ অধ্যায়ে উল্লিখিত দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে ইসলামের "চার বাতাস"-এর যে বার্তা রয়েছে, তা "মধ্যরাত্রির আহ্বান"—তৃতীয় মাইলফলক—কে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং তারপর রববারের আইনের সময় ২০২০ সালের ১৮ জুলাইয়ের ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীর পূরণে চতুর্থ মাইলফলককেও প্রতিনিধিত্ব করে। এগুলিই চারটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মাইলফলক, যা দানয়িলের সত্তর বছরে বন্দদিশার প্রতরূপে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে সংঘটিত হয়।

মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হলো সেই 'রহস্য'-এর একটি প্রধান উপাদান, যা দানয়িলে যখন নবুখদনসেরের মূর্তির স্বপ্নটি বিোঝার জন্ম প্রার্থনা

করছিলেন, তখন প্রতীকরূপে তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর প্রারথনাটি একটি পথনির্দেশক চিহ্ন, যা প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত দুই সাক্ষীর মৃত্যুপর্বের সাড়ে তিন দিনের শেষে প্রান্তে অবস্থিত। দানয়িলে পুস্তককে নবম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ লবীয় পুস্তক ২৬-ভিত্তিক দানয়িলের প্রারথনাটি দারিয়ুসের প্রথম বছরে হয়েছিল। এটি তাঁর প্রারথনাগুলোকে পরবর্তনরে সন্ধিক্ষণসমূহে স্থাপন করে।

মলিরাইট ইতিহাসে পরবর্তনরে সন্ধিক্ষণ ছিল 1856; জেমস ও এলনে হোয়াইটের মতে, সে বছর মলিরাইট আন্দোলন ফিলাডেলফিয়া থেকে লাওদকিয়ায় রূপান্তরিত হয়। সেই একই বছরে হাইরাম এডসনের রিভিউ অ্যান্ড হেরোল্ড-এর নবিন্দ্রসমূহে "সভেনে টাইমস" সম্পর্কে "নতুন আলো" আসে, কিন্তু 1863 সালে ("সভেনে টাইমস" পরে) "সভেনে টাইমস" সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম ও দ্বিতীয় রাজ্যের মধ্যবর্তী পরবর্তনরে সন্ধিক্ষণে "সভেনে টাইমস"-এর "বচ্ছিন্নতা"-এর জন্ম যে "প্রতিকার" হিসেবে চিহ্নিত, দানয়িলে সেই "প্রারথনা" করছিলেন।

সাড়ে তিন এক হাজার দুইশো ষাট বছরের একটি প্রতীক, যা নিজস্ব আবার 'সাত বার'-এর প্রতীক। ১৮ জুলাই, ২০২০ সালে, ফিউচার ফর আমেরিকার লাওদকীয় আন্দোলন সময়ের ওপর আর কখনও কোনো ভাববাদী বারতা বুলিয়ে না দেওয়ার ঈশ্বরের আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করেছিল। তারপর সেই আন্দোলনটি প্রকাশিত বাক্য ১১-এর রাস্তায় 'বধ' ও 'ছড়িয়ে' দেওয়া হয়েছিল, যা ইজকেয়িলের শূকনো মৃত হাড়ের উপত্যকার মধ্য দিয়ে চলে। ওই 'ছড়িয়ে দেওয়ার' সময়ের শেষে, যা দশ কুমারীর উপহার 'বলিম্বকাল'ও বটে, এখন 'সাড়ে তিন' দিনের 'অরণ্য'-এর ভিতর থেকে 'একটি চিত্রকারত কণ্ঠ' দ্বারা তাদের কবর থেকে ডেকে বের করা হচ্ছে।

যেমন মলিরাইটের অবশেষে স্বীকার করেছিলেন যে তারা তখন মথি গ্রন্থের পঁচিশ অধ্যায়ে এবং হাবাকুক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত "প্রতীক্সার সময়"-এ ছিল, তেমনি "দুই মৃত সাক্ষী"-দেরও, যখন "অরণ্যে ধ্বনিত কণ্ঠস্বর" ডাকে ওঠে, তখন তারা কোথায় আছে তা চিন্তিত হবে। তাদের বুঝতে হবে যে তারা "বচ্ছিন্ন"। সেই উপলব্ধি "প্রারথনা"-র প্রতি আহ্বান, কিন্তু সরফে প্রারথনা নয়, এটি দানয়িলের লবীয় পুস্তক ছাব্বিশ অধ্যায়ে প্রারথনার প্রতি আহ্বান। সেই নির্দিষ্ট প্রারথনা ছাড়া কোনো পুনরুজাগরণ হয় না। পুনরুজাগরণ লাওদকিয়া থেকে ফিলাডেলফিয়ায় উত্তরণের সন্ধিক্ষণকে চিহ্নিত করে এবং "সাতরে" মধ্য "অষ্টম" সততার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঘটনাকে সৃষ্টি করে, যেমন দানয়িলে গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে নবুখদনেজোসারের মূর্তির দ্বারা তা নিশ্চিত হয়েছে।

যখন সেই অনুতাপ ও স্বীকারোক্তির প্রারথনা সম্পন্ন হবে, প্রতীক্সার এই যে ঈশ্বরের তখন তাঁর চুক্তি স্মরণ করবেন এবং তাঁর বক্ষিত জনগণকে একত্র করবেন। ইজকেয়িলের প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী হাড়গুলোকে একত্র করেছিল, এবং তারপর তাঁর "চার বায়ু" সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী নতুন করে জন্ম দেওয়া "ফিলাডেলফিয়ানদের"কে এক শক্তিশালী সনোবাহিনীতে রূপান্তরিত করেছিল... এক শক্তিশালী সনোবাহিনী, যা প্রকাশিত বাক্য এগারো অনুযায়ী, তখন "স্বর্গে উত্তোলিত" হবে "স্বর্গদূতদের মধ্যে" সহ। তখন তারা প্রভুর "নিশান"।

দানয়িলে দুইয়ের "রহস্য", যা এখন যহুদা গোট্রেরে সহি প্রকাশ করছেন, "সাতরে মধ্য 'অষ্টম সততা'-র ঘটনাকে নিশ্চিত করে... এবং দানয়িলে দুইয়ের অন্যান্য প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উপাদান প্রকাশিত বাক্য অধ্যায়ে এগারোর দুই সাক্ষীর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারাবাহিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকাশিত বাক্য অধ্যায়ে এগারোর দুই সাক্ষীকে

"পতাকার মতো উঁচুতে তোলা" হয় সেই একই "ঘণ্টা"-তে যখন রববারেরে আইন ঘটে, কারণ তারা প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় এগারোর "মহা ভূমিকম্প"-এ উত্তোলিত হয়। ওই "মহা ভূমিকম্প" শহরের এক-দশমাংশ ধ্বংস করে, এবং যুক্তরাষ্ট্রের "দশ রাজা"দের মধ্যে প্রধান রাজা; যমেন ছিল ফ্রান্স, যখন ফরাসি বিপ্লবেরে সেই "ভূমিকম্প" প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় এগারোর পরপূর্ণততে ফ্রান্সকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল।

ওই ভূমিকম্পেরে পরপূর্ণ পরপূর্ণত 'পৃথিবী' পশুর উপরই সম্পন্ন হয়, এবং পৃথিবী পশুর রাজ্যে রববারেরে আইন একটি কাঁপন সৃষ্টি করে। প্রকাশিত বাক্য এগারোর 'ভূমিকম্প'-এর পরপূর্ণ পরপূর্ণত হল রববারেরে আইন, যখন 'পৃথিবী' পশু 'কাঁপানো' হয় এবং জাতীয় ধর্মত্যাগেরে পর জাতীয় ধ্বংস আসে। সেই সময়ে, দুই সাক্ষীকে 'নিশানরূপে উত্তোলিত' করা হয়। তারা 'মঘেরে মধ্যে স্বর্গে আরোহণ' করে, যমেন খ্রিস্ট শেষবারেরে মতো স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন। অন্তিম কালেরে ঈশ্বরেরে লোকদেরে প্রতরূপ যে শিষ্যরা—যাদেরেও স্বর্গে একটি নিশানরূপে উত্তোলিত করা হবে—তাদেরে প্রততির শেষে কথাগুলি প্রেরিতদেরে কার্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে।

তনিতাদেরে বললেন, পতির নিজেরে কর্তৃত্বে স্থির করা সময় ও কাল তোমাদেরে জানার বিষয় নয়। কিন্তু পবতির আত্মা তোমাদেরে উপর আসার পর তোমরা শক্তি পাবে; এবং যবিশালমে, সমস্ত যহিদিয়া ও শমরিয়ায়, এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে। তনি এসব বলার পর, তাঁরা দেখতেই দেখতেই তনি উপরে তুলে নেওয়া হলেন; এবং একটি মঘে তাঁকে তাঁদেরে দৃষ্টির আড়াল করল। প্রেরিতদেরে কাজ ১:৭-৯।

যারা "পতাকা" হতে চায়, তারা "পতাকা"র কাজ সম্পাদনেরে জন্য পবতির আত্মার শক্তি গ্রহণ করতে চাইলে "সময় ও ঋতু"র প্রয়োগ পরিত্যক্ত করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দানযিলেকে যে "রহস্য" প্রকাশ করা হয়েছিল, সেটাই যিশু খ্রিস্টেরে প্রকাশিত বাক্যেরে রহস্য, যা অনুগ্রহেরে সময় সমাপ্ত হওয়ার ঠিক আগে উন্মোচিত হয়। সেই "রহস্য"-এর মধ্যে "সাত বজ্রধ্বনি"-র "গুপ্ত ইতিহাস" অন্তর্ভুক্ত। সেই ইতিহাসটি গঠিত হয়েছে হিব্রু বর্ণমালার প্রথম, ত্রয়োদশ ও শেষ বর্ণকে একত্র করে সৃষ্টি একটি হিব্রু শব্দটির ওপর ভিত্তি করে। যখন ওই বর্ণগুলো একত্র করা হয়, তখন সেগুলো মিলিয়ে হিব্রু ভাষায় "সত্য" শব্দটি গঠিত হয়। যিশুই হলেন "সত্য", যনি আবার প্রথম এবং শেষে। ওই তনিটি বর্ণ প্রতটি মহান সংস্কার আন্দোলনেরে কাঠামোকে প্রতীকায়িত করে, কারণ তারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্গদূতকে নির্দেশ করে। এগুলো সেই তনি ধাপেরে পরিশোধন পরক্রমিকও নির্দেশ করে, যা দানযিলে দ্বাদশ অধ্যায়ে "পরশুদ্ধ, শুভ্র করা এবং পরীক্ষিত" হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই তনি ধাপেরে পরীক্ষা ও পরিশোধনেরে পরক্রমিক দুই দশকেরেও বেশি সময় ধরে ফিউচার ফর আমেরিকা দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে, তবে এখন এটি পবতির সংস্কার রথসমূহেরে মধ্যে এক "গুপ্ত ইতিহাস" নির্দেশ করে বলে সনাক্ত করা হয়েছে। সেই "গুপ্ত ইতিহাস"-টাই হলো "সাত বজ্রধ্বনি"-র পরপূর্ণ পরপূর্ণত, যা এতদনি সলিমোহর করা ছিল, অনুগ্রহেরে সময় সমাপ্ত হওয়ার ঠিক আগে।

দীর্ঘকাল ধরে বোঝা হয়ে আসছে যে সাত বজ্রধ্বনি "প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতেরে বার্তার অধীনে সংঘটিত ঘটনাবলীর একটি রূপরেখা" উপস্থাপন করে, এবং তারা আরও উপস্থাপন করে "ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী, যা তাদেরে ক্রমানুসারে উন্মোচিত হবে"। এখন "সত্য"-এর উদ্ঘাটনেরে মাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে যে, একটি সংস্কার রথের শেষে তনিটি পথচিহ্নই সাত বজ্রধ্বনি "গোপন ইতিহাস"। ঐ পথচিহ্নগুলো "প্রথম" হতাশা দিয়ে শুরু হয়ে "শেষ" হতাশায় সমাপ্ত

হয়। মাঝরে পথচহ্নিটাইলো মধ্যরাত্রির আহ্বান। প্রথম হতাশা "অপেক্ষার সময়"-এর সূচনা নরিদশে করে, যা মধ্যরাত্রির আহ্বানে এসে শেষে হয়। মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা "বচার"-এ এসে সমাপ্ত হয়, যখনে শেষে হতাশা চহ্নিতি হয়।

দানয়িলে পুস্তকরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম হতাশাটি ছিল দানয়িলেরে এই উপলব্ধি যে তিনি একটি "মৃত্যুদণ্ডরে আদেশ"-এর আওতায় পড়ছেন। এরপর তিনি "সময়" চাইলনে, ফলে "প্রতীক্ষার সময়"-এর সূচনা চহ্নিতি হলো। তা তাকে "রহস্য"টি বোঝার দিকে নিয়ে গলে—যা হলো মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা—যেটি পরে নবুখদনজোররে কাছে উপস্থাপন করা হলো, যাতে তিনি দানয়িলেরে বার্তাটি "বচার" করতে পারনে।

দানয়িলে যে স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করছিলেন, তা নিয়ে নবুখদনজোররে "বচার" সাতটি বিজ্ঞরধ্বনরি "গোপন ইতিহাস"কে প্রতিনিধিত্বকারী তিনিটাই মাইলফলকরে মধ্য তৃতীয়টিকে চহ্নিতি করে। ঐ বচারটি দানয়িলে গ্রন্থরে তৃতীয় অধ্যায়েও আলোচিত হয়েছে, যা দানয়িলে ও প্রকাশতি বাক্য গ্রন্থরে দৃঢ়ভাবে প্রয়োগতি "পুনরাবৃত্তি ও বসিতার" নীতটিকে উপস্থাপন করে।

তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করব; তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তৃতীয় অধ্যায়রে তৃতীয় মাইলফলকরে বচার শেষে হতাশাকে চহ্নিতি করে, যা প্রথম হতাশা দ্বারা প্রতীকায়তি ছিল। সাতটি বিজ্ঞরধ্বনরি 'গোপন ইতিহাস' তিনিটাই মাইলফলক চহ্নিতি করে, যা একটি হতাশা দিয়ে শুরু হয়ে একটি হতাশায়ই শেষে হয়। দানয়িলে পুস্তকরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম হতাশাটি নবুখদনজোর কর্তৃক জারকিত একটি 'মৃত্যুর ফরমান'-এর সঙ্গে সম্পর্কতি; এবং তৃতীয় অধ্যায়ে শেষে হতাশাটি নবুখদনজোর কর্তৃক আরেকটি 'মৃত্যুর ফরমান'-এর সঙ্গে সম্পর্কতি।

"ফডিচার ফর আমেরিকা" আন্দোলনকে প্রতিনিধিত্বকারী "দুই সাক্ষী"-র "গোপন ইতিহাস" ২০২০ সালরে ১৮ জুলাইরে হতাশাকে প্রতিনিধিত্ব করে। তারপর শুরু হলো সেই "অপেক্ষার সময়", যা প্রকাশতি বাক্য গ্রন্থরে একাদশ অধ্যায়ে "সাড়ে তিনি দিন" দ্বারা প্রতীকায়তি হয়েছে। "অতল গহ্বর" থেকে উঠে আসা পশুর দ্বারা "রাস্তায় নহিত" যাদরে জাগরণ ও পুনরুত্থান, তা ঈশ্বররে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্যে বশিদভাবে বরণতি হয়েছে; কনিতু সহজভাবে বলতে গলে, যখন দুই সাক্ষী জগে ওঠে, তারা দানয়িলে গ্রন্থরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতীকায়তি "রহস্য"টি বোঝে।

ঐ "গোপন"টিই হলো মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা, যা তারা ঘোষণা করতে থাকে দানয়িলে পুস্তকরে তৃতীয় অধ্যায় পরযন্ত, যখন আসন্ন রববাররে আইন এসে পড়ে এবং শেষে হতাশা ঘটে। প্রথম হতাশা ১৮ জুলাই, ২০২০-এ "দানয়িলে" হিসেবে প্রতিনিধিত্বকারীরা অভিজ্ঞতা করছিলেন। শেষে হতাশা "দশ রাজার" নতো—যুক্তরাষ্টর—অভিজ্ঞতা করে, কারণ জাতীয় ধর্মত্যাগ ইসলামরে মাধ্যমে জাতীয় ধ্বংস ডেকে আনে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে দানয়িলেরে দ্বিতীয় অধ্যায়রে সারসংক্ষেপে ও উপসংহার শেষে করব।

"শয়তান পৃথিবীকে বন্দী করে রেখেছে। সে একটি মূর্তিপূজার বশিরামরে দিন চালু করেছে, এবং প্রকাশ্যে এটিকে অত্বনত গুরুত্ব দিয়েছে। এই মূর্তিপূজার বশিরামরে দিনরে জন্য সে খ্রিস্টীয় জগতরে শ্রদ্ধা-ভক্ত প্রভুর বশিরামরে দিন থেকে চুরা করে নিয়েছে। জগৎ নত হয় এক ঐতিহ্যরে কাছে, মানুষ-প্রণীত এক আদেশরে কাছে। যমেন নবুখদনজোর দুরার সমভূমতি তার সোনার মূর্তি স্থাপন করে নিজেকে উচ্চে তুলছিল, তমেন শয়তান

এই মথিযা বশ্শিরামরে দিনে নজিকে উচ্চে তোল, যার জন্ঘ সে স্বব্গীয় পরচ্ছদ চুরি করে নিযিছে।" রভিডি অ্যান্ড হরোল্ড, ৮ মার্চ, ১৮৯৮।